সংস্কৃত শাস্ত্র ও সৃজনশীল সাহিত্যে গণিকাবৃত্তি: প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতোত্তর যুগের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে তার অভিব্যাপ্তি ও প্রভাব (১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ)

সারসংক্ষেপ

আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রাথমিক দুটি সূত্র হল সংস্কৃত শাস্ত্র ও সৃজনশীল সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্য (১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ)। এই দুটি সূত্রের মধ্যে সংযোগসেতু হল গণিকাবৃত্তি। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ভাষা, ভিন্ন সময়কাল এমনকি প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন সাহিত্যকৃতিসমূহ একাধারে এই গবেষণাকাজের ক্ষেত্র তথা উপাদান উভয়ই।

'অভিব্যাপ্তি' অর্থে সর্বতোভাবে ব্যাপ্তি। আমাদের মুখ্য অন্বিষ্ট গণিকাবৃত্তির অভিব্যাপ্তি ও প্রভাব সন্ধান করা। মূলতঃ সাহিত্যিক উপাদানের বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সেই বৃত্তিগত অভিব্যাপ্তি নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিকভাবেই উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে কারণ অভিব্যাপ্তি নির্মাণ এগুলি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

গণিকাবৃত্তির অভিব্যাপ্তি অনুসন্ধানই আমাদের কাঙ্ক্ষিত এবং সেই অনুসন্ধানহেতু একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারী অধ্যায় বিভাগ করা হয়েছে। প্রথমে অতি সংক্ষেপে এই বৃত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত সময়সীমা সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাৎস্যায়নের *কামসূত্র* ও কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্র* অনুসারে প্রাপ্ত গণিকাবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলি উল্লিখিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে সংস্কৃত সৃজনশীল সাহিত্যে গণিকাদের কথা। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক*, দামোদরগুপ্তের *কুট্টনীমত*, *চতুর্ভাণী* (সংস্কৃত ভাণের সমাহার) ও *শুকসপ্ততি*র মতো চারটি ভিন্নধর্মী সাহিত্যে গণিকাদের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান ও মাতা, বধূ, কন্যারূপে তাঁদের মূল্যায়ন আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচিত সময়সীমার মধ্যে রচিত অথবা সেই নির্দিষ্ট সময়ের কথা বর্ণিত হয়েছে এমন দশটি ভিন্ন সাহিত্যকৃতি (বাংলা সাহিত্য), যেগুলির অন্যতম মূল চরিত্র গণিকা সেগুলির বিশদ বর্ণনা রয়েছে। রয়েছে তাঁদের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের কথা। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করেছি কাঙ্ক্ষিত অভিব্যাপ্তির অনুসন্ধানে।

গণিকাবৃত্তির পেশাগত অভিব্যাপ্তির বিবরণ রয়েছে এই অধ্যায়ে আর ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে গণিকাদের ব্যক্তিগত তথা মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যাপ্তি।

১৯৪০-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের মত ঘটনাবহুল কালপর্ব যা কিনা সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের তথা বাংলার ইতিহাসের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, তার অভিঘাত গণিকাদের জীবনে কীভাবে এসেছিল, কতোখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র তথা সাহিত্যে যেভাবে গণিকাদের জীবনকথা চিত্রিত হয়েছে তার তুলনায় সেইসময়ের বঙ্গসাহিত্যে বর্ণিত গণিকাদের জীবনের গতিপ্রকৃতির অভিব্যাপ্তি কত দূরপ্রসারী ও গভীর, 'গণিকা'-এই পেশাগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার আভাস কোথাও আছে কিনা - সংক্ষেপে এই হল এই গবেষণার মুখ্য উপজীব্য।

অয়ন্তিকা সরকার